দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 04 MAR 1989
পৃষ্ঠা 3

027

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষার পরিবেশ

শিক্ষাঙ্গন শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ থাকা অপরিহার্য। তা' না হলে শিক্ষাকার্যক্রম ব্যাহত হতে বাধ্য। সুষ্ঠ ও উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ গঠনে যে যে উপাদানসমূহ অতি প্রয়োজনীয় তা মোটামুটি নিম্নরূপঃ

১। সামাজিক ও রাজনৈতিক কোন্দল এবং প্রভাবমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলতে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন সমাজিক বা রাজনৈতিক দলাদলি নেই, যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠি বা দলের বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য গড়ে উঠে নাই। শিক্ষা বিস্তারের মহান কার্যক্রম পরিচালনা করাই সে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং তা সার্বজনীনও বটে। শিক্ষার পরিবেশের পরিবর্তে সেখানে বিরাজ করে অবর্ণনীয় বিশৃঙ্খল অবস্থা।

২। শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু ও উপযুক্ত পরিবশে গঠনে ও জ্ঞানার্জনে বা পাঠ গ্রহণে কৌতুহলী ছাত্র-ছাত্রী দ্বিতীয় প্রধান উপাদান ও শর্ত। পাঠে মনোযোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়ম শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধাশীল কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীরাই প্রকৃত শিক্ষার্থী এবং জ্ঞানার্জনে কৌতুহলী। এ সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রবণ, পরস্পরের প্রতি উদার মনোভাব সম্পন্ন এবং বন্ধুসুলভ। তারা কখনও উদ্ধত বা উচ্ছৃঙ্খল নয়। তারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রশাসনকে কখনও অবজ্ঞা, অবহেলা বা উপক্ষো করতে রাজী নয়।

৩। শিক্ষাদানে আগ্রহী পরিশ্রমী ও মেধাবী শিক্ষক-শিক্ষিকা বলতে তাদেরকে বুঝায় যারা শিক্ষাদানের মহানব্রত নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'শিক্ষকতা' নামক পেশায় নিজেদের নিয়োজিত করেন। তারা বহু পরিশ্রম ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীদের মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বেলে দেন বা শিক্ষা গ্রহণে শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে সহযোগিতা করেন। শুধু শিক্ষক-শিক্ষিকাকে মেধাবী ও পরিশ্রমী হলেই চলে না তাদের সামাজিক নিরাপত্তা ও আর্থিক স্বচ্ছলতার গ্যারান্টি থাকাও শর্ত হয়ে দাঁড়ায়। আর সামাজিক নিরাপত্তা বলতে আমরা বুঝি পূর্ণ সম্ভ্রমে ও মর্যাদায় সমাজে বসবাস করার প্রতিশ্রুতি। আর্থিক স্বচ্ছলতার গ্যারান্টি হল এই যে অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত সমাজে অপরাপর মানুষের মত স্বাভাবিকভাবে খেয়ে পড়ে সন্তানাদি মানুষ করার সুযোগ।

৪। দুর্নীতি শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থা বলতে বঝায় এমন প্রশাসন ব্যবস্থা যা সকল প্রকার হয়রানি ও কারচুপিবিহীন। প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত এটা হবে অত্যন্ত সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ। সংশ্লিষ্ট প্রশাসক ও কর্মকর্তারা হবেন সৎ, বিনয়ী, সংযমী ও ন্যায়পরায়ণ। তাঁদের প্রত্যেকেই হবেন এক একজন দায়িত্ব সচেতন ব্যক্তি। পক্ষপাতহীন ও সৎ প্রশাসনই শিক্ষাঙ্গনে দিতে পারে সুষ্ঠু পরিবেশের নিশ্চয়তা।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরাও এক শ্রেণীর প্রশাসক। তারা সংস্কারক এবং সামাজিক নেতাও। তাদের ব্যক্তিত্ব হবে কঠোরতা ও কোমলতায় মিশানো। তারা হবেন মোটামুটিভাবে রাজনৈতিক নিরপেক্ষ।

৫। পরিচালনা কমিটি বলতে বুঝায় স্কুল ম্যানেজিং কমিটি, কলেজ বা মাদ্রাসার গভর্নিং বডি। পরিচালনা কমিটিতে যারা সদস্য হয়ে আসবেন তারা প্রত্যেকেই হবেন শিক্ষানুরাগী এবং শিক্ষাকার্যক্রমে উৎসাহী। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার মানোন্নয়নে এবং শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করা। সদস্যদের মধ্যে সামাজিক ও অন্যান্য বিষয়ে মতবিরোধ থাকতে পারে কিন্তু তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কার্যক্রমের বেলায় ভুলে যেতে হবে।

৬। শিক্ষার উপকরণ বলতে শিক্ষাদানের জন্য যে সকল যন্ত্রপাতি, মডেল, চার্ট, ম্যাপ, কলম, খাতা, বই-পেন্সিল, কালি, চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, ব্লাকবোর্ড, চক, ডাষ্টার ইত্যাদি সব কিছু যা শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজন তাদেরকে বুঝায়।

এসব ছাড়া শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনে আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষাদান দুরূহ ব্যাপার। কোন কোন ক্ষেত্রে সে একেবারে অসম্ভবও। ব্যয়বহুল হলেও উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ গঠনের জন্য শিক্ষাঙ্গনে এগুলোর যোগান নিশ্চিত করতে হয়। তা না হলে শিক্ষাকার্যক্রম যুগোপযোগী শিক্ষা বিস্তারে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই সুষ্ঠু ও উপযুক্ত শিক্ষা পরিবেশ বিপর্যস্ত। এ বিপর্যস্ত পরিবেশের কারণ হিসাবে নীতিগত ভাবে হয়ত সকলেই স্বীকার করবেন যে আমাদের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এ উপাদানগুলোর যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। ফলে দিন দিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার পরিবেশ ক্ষুণ্ন হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকারা জ্ঞানার্জনে ও জ্ঞান দানে স্পৃহা হারিয়ে ফেলছে। আমাদের শিক্ষা কার্যক্রম ধ্বংসের মুখে নিপতিত হচ্ছে। 'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড'— এ সত্য যদি আমরা সত্যি সত্যি উপলব্ধি করে থাকি তবে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। ধ্বংসের জ্বালামুখ থেকে জাতিকে রক্ষা করেত হবে। আর এ ধ্বংসের গ্রাস হতে মুক্তি পেতে হলে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

—মোঃ শওকত আলী খান